গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা
১৩২৪

মূল্য ১॥০ এক টাকা আট আনা

প্রাপ্তিস্থান

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিকাগো
চৈত্র ১৩১৯

এই সংস্করণে "গান" গ্রন্থের সঙ্গীতগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ সঙ্গীতের খণ্ডটির নাম হইয়াছে "গান", অপর খণ্ডটি "ধর্ম্ম-সঙ্গীত"। এই সংস্করণে "গান" খণ্ডে বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা নামক গীতি-নাট্য দুইটিও সংযোজিত হইল।

প্রকাশক।

বিষয়ানুক্রমিক সূচীপত্র

বাল্মীকি-প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য—অরণ্য—বনদেবীগণ

সিন্ধু—কাফি

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ !
সাধের অরণ্য হ'ল শ্মশান !
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান !
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান !
শ্যামল তৃণদল, শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ !
দেবি দুর্গে, চাহ, ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে, কর শান্তি দান !

[প্রস্থান

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

মিশ্র—সিন্ধু

আঃ, বেঁচেছি এখন !
শর্ম্মা ও দিকে আর নন !

গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন!
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাব্‌তে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন!
আসুক্‌ তা'রা আসুক্‌ আগে, দুনোদুনি নেব' ভাগে,
ম্যাস্তামিতে আমার কাছে দেখ্‌ব কে কেমন!
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট্‌-করা ধন নেব' লুটে,
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি কর্‌ব সর্‌গরম!

(লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার!
করেছি ছারখার!
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার!

কাফি

১ম দস্যু।—আজকে তবে মিলে সবে কর্‌ব লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।
২য় দস্যু।—কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)।
১ম।—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি
হাসি তামাসা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবর্‌দার!
২য়।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব কর্‌বে নস্য, এম্‌নি যে আকার

৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ!—

১ম।—আর যে এ সব সহে না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল?

সকলে।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

খাম্বাজ

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে!
কে বা রাজা কার রাজ্য, মোরা কি জানি?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা উঁচু নীচু, কিছু না গণি!
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!

পিলু

১ম দস্যু।—এখন কর্ব্ব কি বল্?

সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব কি বল্?

১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির রয়েছে দল!

সকলে।—বল্ রাজা, কর্ব্ব কি বল্, এখন কর্ব্ব কি বল্?

১ম দস্যু।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
করে' দিই রসাতল!

সকলে।—করে' দিই রসাতল!

সকলে।—হো রাজা, হাজির রয়েছে দল,
বল্ রাজা, কর্ব্ব কি বল্, এখন কর্ব্ব কি বল্?

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব' কালীকে,
ত্বরা করি যা' তবে, সবে মিলি যা' তোরা,
বলি নিয়ে আয়!

[বাল্মীকির প্রস্থান

রাগিণী বেলাবতী

সকলে।—ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক্!
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্!

১ম দস্যু।—আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

ঝংলা—ভূপালি

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বল রে আজ,
বল হো, হো, হো, বল হো, হো, হো, বল হো!
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো, হো, বল হো, বল হো!
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে;
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়!

(গমনোদ্যম—একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র—মল্লার

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বন ভ্রমণে!
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

দেশ

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন !—এনু কোথায় !
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না !
কি করি এ আঁধার রাতে !
কি হবে হায় !
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায় !

পিলু

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)—
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্ ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব', সুখে থাক্‌বি বারো মাস্ !
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !
২য়।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই !
কেমন সে ঠাঁই ?
১ম।—মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড় !
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ !
৩য়।—আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা' হলে রাস্তা ভুলে ঘুর্‌তে নাহি হবে !
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ !

[সকলের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায় !
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায় !
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি-জলে ভাসে, এ কি দশা হায় !
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায় !

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্যে কালী-প্রতিমা—বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাগেশ্রী

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা !
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিত-স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা !

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি

দস্যুগণ ।—দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা !
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল ত্বরা !

কানাড়া

বাল্মীকি ।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও যা ত্বরায় !
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায় !

ঝিঁঝিট

বালিকা ।—
কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায় !
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,—
রাখ রাখ রাখ, বাঁচাও আমায় !
দয়া কর অনাথারে, কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায় !

বনদেবী ।—(নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে, দয়া কর গো,
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায় !

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি ।—এ কেমন হ'ল মন আমার !
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে ।

পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল!
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

পরজ

১ম দস্যু।—আরে, কি এত ভাবনা কিছু ত বুঝি না!
২য় দস্যু।—সময় বহে যায় যে!
৩য় দস্যু।—কথন্ এনেছি মোরা এখনো ত হ'ল না!
৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব, বাহ্‌রে!
বাল্মীকি।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা রে যা!
১ম দস্যু।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?
২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও, বাহ্‌রে!

দেওগিরি

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে!
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর এখনি রে!

তৃতীয় দৃশ্য—অরণ্য—বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি।—ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে!

[প্রস্থান

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র—বাগেশ্রী

ছাড়্‌ব না ভাই, ছাড়্‌ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়্‌ব না!
হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!—
অম্নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মান্‌ব না!
আজ রাতে ধূম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেব'—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মান্‌ব না!

প্রথম দস্যু।—

কানাড়া

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ !
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ !
যত সব কুড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে !
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর তোরা সব যে যার কাজ !

দ্বিতীয় দস্যু।—

খাম্বাজ

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা !
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ !
প্রথম।—জানিস্ না কেটা আমি !
দ্বিতীয়।—ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম।—হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে !
দ্বিতীয়।—খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা !
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে !

মিশ্র—সিন্ধু

তৃতীয়।—আঃ, কাজ কি গোলমালে,

না হয় রাজাই সাজালে!

মর্‌বার বেলায় মর্‌বে ওটাই, থাক্‌ব ফাঁকতালে।

প্রথম।—রাম রাম হরি হরি ওরা থাক্‌তে আমি মরি!

তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌ব আড়ালে!

সকলে।—ওরে চল্‌ তবে শীগ্‌গিরি,

আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!

কথায় কথায় রাত পোহালো, এম্‌নি কাজের ছিরি!

[প্রস্থান

গারা—ভৈরবী

বালিকা। হা কি দশা হ'ল আমার!

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!

মুহূর্ত্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে,

জনমের মত বিদায়!

(পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য)

ভাটিয়ারি

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী!

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ' মা সন্তানের মিনতি!

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

বাল্মীকি।—অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের নরাধম !
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে—
দূর্ দূর্ দূর্, আমারে আর ছুঁস্‌নে।
এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু !

প্রথম।—দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা !
এরাই ত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে' বোঝাই বোঝে না !
কি করি, দেখ বিচারি !

দ্বিতীয়।—বাঃ—এও ত বড় মজা, বাহবা !
যত কুয়ের গোড়া ওই ত, আরে বল্ না রে !

প্রথম।—দূর্ দূর্ দূর্, নির্লজ্জ আর বকিস্‌নে !

বাল্মীকি।—তফাতে সব সরে' যা ! এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

ভৈরবী

বাল্মীকি।—আয় মা আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার !
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি।
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার !

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

[প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা, বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল ল'য়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুগণের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ

সুরট

দস্যু।—কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে!
বাল্মীকি।—শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে!
প্রথম।—ওরে, রাজা কি বল্‌চে, শোন্!
সকলে।—শিকারে চল্ তবে!
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে!

[বাল্মীকির প্রস্থান

ইমন কল্যাণ

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুর্ব্বাণ বল্লম ল'য়ে হাতে, আয় আয় আয় আয়
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাহার

বাল্মীকি।—গহনে গহনে যারে তোরা, নিশি বহে যায় যে !
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ্‌গে,
এই বেলা যা রে !
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্ !
জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে !
[প্রস্থান

অহং

প্রথম।—চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে' মোরা আগে যাই !
দ্বিতীয়।—প্রাণপণ খোঁজ এ বন সে বন ;
চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই।
প্রথম।—না না ভাই, কাজ নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই !
দ্বিতীয়।—বরা' বরা' –
প্রথম।—আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হ'য়ে সব থাক্,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ, পালায় পালায়, চল্ চল্ !
ছোট রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই !

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—মোল্লার

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে !
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে !
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া ;
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,
সঘনে খর শর সন্ধিয়া !
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে !
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে !
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া !

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

দেশ

প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে কর্‌বি এখন কি !
ওরে বরা' কর্‌বি এখন কি !

বাবারে, আমি চুপ করে' এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি !
এই মরদের মুরদ্‌খানা, দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না,
বাহবা সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্‌ রে তোর ভরসা দেখি !

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন
দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী

অন্য দস্যু।—বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো—উঁ উঁ !
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে—
এক্‌টা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ !
প্রথম।—তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন কর্‌ছ বাপু উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌ খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ!

(দস্যুগণের প্রবেশ)

শঙ্করা

দস্যুগণ।—সর্দ্দার মশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে'।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধ কসে'।
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মর্‌ব খেটে খুটে,

তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে !
প্রথম ।—কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে মর্ত্তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে !
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে !

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ)
বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাহার

বাল্মীকি ।—রাখ রাখ ফেল ধনু ছাড়িস্‌নে বাণ !
হরিণ শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান !
কোনো দোষ করেনি ত সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর ।
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হ'তে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ !

[প্রস্থান

(দস্যুগণের প্রবেশ)

নটনারায়ণ

দস্যুগণ।—আর না আর না, এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

দস্যুগণ।—তোর দশা, রাজা, ভালো ত নয়!
রক্তপাতে পাস্‌রে ভয়,
লাজে মোরা মরে' যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই!

[দস্যুগণের প্রস্থান

———

পঞ্চম দৃশ্য

হাম্বির

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না হায়!—

হ'ল না গো হ'ল না হায়, হায়!

গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে!

শূন্যহৃদয় আর বহিতে যে পারি না,

পারি না গো পারি না আর!

কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া যায়—

দিবস রজনী চলিয়া যায়—

কত-কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,

কি করিব জানি না গো!

সহচর ছিল যারা, ত্যেজিয়া গেল তা'রা; ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি,

কোনো আর নাহি কাজ—

কি করি কি করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো—

কি করিব জানি না যে!

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

মিশ্র—পূরবী

প্রথম।—দেখ দেখ, দুটো পাখী বসেছে গাছে।

দ্বিতীয়।—আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে।

প্রথম।—আরে ঝট্ করে' এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ।
দ্বিতীয়।—রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান!

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি।—থাম্ থাম্; কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ!
ছুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান!
১ম ব্যাধ।—রাখ মিছে ও সব কথা,
কাছে মোদের এস না ক হেথা,
চাইনে ওসব শাস্তর কথা, সময় বহে' যায় যে।
বাল্মীকি।—শোন শোন মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ।—থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ!

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বাহার

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কি!—হৃদয়ে এ কি দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতি ভায়,
অবাক্!—করুণা এ কার

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

ভূপালী

বাল্মীকি।—এ কি এ, এ কি এ, স্থির চপলা !
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা !
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে,
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল-পুতলা !

[ব্যাধগণের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

বনদেবী।—নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে
পুণ্য হ'ল বনভূমি, ধন্য হ'ল প্রাণ !
বাল্মীকি।—পূর্ণ হ'ল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হ'ল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ !
বনদেবী।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল কর দান !
বাল্মীকি।—তব কমল-পরিমলে, রাখ যদি ভরিয়ে,
চিরদিবস করিব তব চরণ-সুধা পান !

[দেবীগণের অন্তর্ধান

(বাল্মীকির কালী-প্রতিমার প্রতি)

রামপ্রসাদী সুর

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা !
এত দিন কি ছল করে' তুই, পাষাণ করে' রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা !
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চলেছি মা !

ষষ্ঠ দৃশ্য

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে ?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চলে' ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ?

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল
দুনয়নে কিসের দুখে ?

কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক্ তবে হাসি
মলিন মুখে !
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুঃখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে,
ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে !

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা !
তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা—
কোরো না আমারে ছলনা !
কি এনেছ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ;
দেবি গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না !
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না এস না,
এস না এ দীনজন-কুটীরে !
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না !

[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান, বাল্মীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

ভৈরোঁ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী !
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি !
স্বপন সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু্ দেখা দিয়ে, চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হের, কাননে কাননে ওই !

[বনদেবীগণের প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব)

বাহার

বাল্মীকি।—এই যে হেরি গো দেবী আমারি !
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি !
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে ;
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে !
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবি,
আলোকে আলো আঁধারি !

আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী ;
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ, গীত গাহে, মোর হৃদয় সব অবারি !
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে ;
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে !
তুমি ধন্য গো,
র'ব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি !

সরস্বতী।—দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্ !
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে' যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।

যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম র'বে!
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া!
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর!
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার!

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য—কানন—মায়াকুমারীগণ

পিলু—একতালা

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে!

প্রথমা। দুরাশা জাগায়, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙা গানে,
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি!

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তা'রা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া করে' ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান!

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী!

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। চল, সখি, চল!
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি !
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

ইমন কল্যাণ—একতালা

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও, কোথা যাও !
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে,
তুমি চাও, কারে চাও !
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে' আছে ধরণী !
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও !
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও !

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'ল জীবন্ত।

সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে !
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত !

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

কাফি—খেম্‌টা

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও !
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও !

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। (শান্তার প্রতি) যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে !
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে !
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব !
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে !
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত !
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত !

[প্রস্থান

কাফি—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে.
সে ত রয়েছে মনে !
ওগো, মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও !

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া)
আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!

কাফি—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। (নেপথ্যে চাহিয়া)
কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

প্রথমা। মনের মত কারে খুঁজে মর' !

দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে !
সে যে রয়েছে মনে !

তৃতীয়া। ওগো মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও !

প্রথমা। তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে !

দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে !

তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে, যাবে তাও !

তৃতীয় দৃশ্য—কানন—প্রমদার সখীগণ

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রথমা। সখি, সে গেল কোথায় !
তারে ডেকে নিয়ে আয় !

সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় !

প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায় !

দ্বিতীয়া। আকাশের তারা ফুটেছে, দখিণে বাতাস ছুটেছে,
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত ল'য়ে,

সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় !

প্রমদার প্রবেশ

দেশ—কাওয়ালি

প্রমদা। দেলো সখি দে পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার!

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন! আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে!
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু, এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

মিশ্র ভূপালী—একতালা

তৃতীয়া সখী। সখি, বহে' গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,

মধুর হুতাশে মধুর দহন,
নিত-নব অনুরাগে !
তরল কোমল নয়নের জল,
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে।

খাম্বাজ—একতালা

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা !
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা !
ফুলের বাঁধন সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহ লহ বলে' পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা !
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া

পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা !
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা !

জিলফ—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে' যায় নয়নে !

কুমারের প্রবেশ

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেও না, যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে !
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন,
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে !
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,—
এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে !
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,

তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম-শয়নে!

বসন্তবাহার—কাওয়ালি

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই!
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে' চলে' যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে' যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই!

অশোকের প্রবেশ

পিলু—খেম্‌টা

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভালবেসেছি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে,
রেখ রেখ চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দলে' যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি!

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রমদা। ওকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল।

[প্রস্থান

ঝিলফ—রূপক

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে' যায় নয়নে!
এ সুখ ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি, কখন্ যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি,
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর, কুমার ও অশোক

বেলাবলী—ঢিমে তেতালা

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে !

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

অশোক। তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ ! (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা !
কেমনে সে হেসে চলে' যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান !
এত ব্যথাভরা ভালবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল !
এ প্রেম কুসুম যদি হত, প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান !

ভৈরবী—রূপক

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন ল'য়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে!
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল,
কেন গো নিতে চাও মন তবে?
স্বপন সম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে!
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপন গরবে!

মল্লার—রূপক

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ!
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,

তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল-বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত-ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

কাফি—কাওয়ালি

অমর। ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!
অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!
অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!
অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ!

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দেখ চেয়ে, দেখ ঐ কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে!

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেম্‌টা

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি (সখা, আপন মনে!)

প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালা গাছি!

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।

প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি !

মূলতান—একতালা

অশোক। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে ॥
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে !
কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখি দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে !
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো ;
আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন নয়ন-পাতে ?
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে !
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে ?
চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে !
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে !

হাম্বীর—কাওয়ালি

অমর। ওই কে গো হেসে চায় ! চায় প্রাণের পানে !
গোপনে হৃদয়-তলে কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন করে' কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে !
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল !

কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে !

মিশ্র রামকেলী—তাল ফের্‌তা

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে !
যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে !
সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কি, ওলো সখি !
প্রথমা। লাজ বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল !
তৃতীয়া। কেমনে যাব, কি শুধাব !
প্রথমা। লাজে মরি, কি মনে করে পাছে !
প্রমদা। যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া !
দুটি ফুল খসে' ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া !

মিশ্র সুরট—একতালা

সখীগণ। (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর !

অমর। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর!
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর!
সখীগণ ছি, ছি, ছি!
অমর। সখি, ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর!
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর!
সখীগণ। সখা কেন গো অচলপ্রায়,
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!
অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়!
সখীগণ। ছি, ছি, ছি!
অমর। সখি, ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ পড়ে' থাকে, কেহ চলে' যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর!
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর!

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে' আয়, চলে' আয়!
ও কি কথা যে বলে সখি, কি চোখে যে চায়!
চলে' আয়, চলে' আয়!
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে, বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে' আয়, চলে' আয়!

[প্রস্থান

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে' ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখি চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

অমর। দিবস রজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে ;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে!
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
তাহারে আনিবে ডাকি!

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

বাহার—ফের্‌তা

কুমার। সখি, সাধ করে' যাহা দেবে তাই লইব।

সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব!

সখী। দেয় যদি কাঁটা!

কুমার। তাও সহিব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে,
ওই আঁখি-সুধাপানে,
চিরজীবন মাতি রহিব!

সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!

কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব!

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!

সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ-গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ !

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমিষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না !
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা !

পিলু—আড়খেমটা

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে !
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হের কারে যাচে !
অশোক। কি মধু কি সুধা কি সৌরভ,
কি রূপ রেখেছ লুকায়ে !
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে,
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে !
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায় !
সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে,
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে !

সরফর্দ্দা—কাওয়ালি

প্রমদা। এ ত খেলা নয়, খেলা নয়!
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'!
কে যেন সতত মোরে,
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে!
যে কথা বলিতে চাহি,
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি, সখি, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা!

মিশ্র দেশ—খেমটা

প্রথমা সখী। সে জন কে, সখি, বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে!
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে!
প্রথমা। ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে' রয়েছে!
দ্বিতীয়া। সখি কি হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে!

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে ?
ও কি মায়াগুণে মন লয়েছে !

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায় ! (ও গো)

তৃতীয়া। যেন কি গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে',
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে !

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

অমর। ও মধুর মুখ জাগে মনে !
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে !
তুমি জান, বা, না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ বলে' !
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে !

মিশ্র ভৈরোঁ—কাওয়ালি

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে !

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে !

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখ গোপনে !

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে !

সকলে। কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না !
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না।

প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে' যায়!

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে!

মিশ্র কানাড়া—ঢিমে তেতালা

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)

সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে, সখি!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়, (জানিনে)
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো,
অজানা হৃদয়-দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপরাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে!

কেদারা—খেম্‌টা

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!

দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস, কি ভালবাস না!

প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন!

তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!

সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!

দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া ল'য়ে যাও!

প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও!

তৃতীয়া। দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা!

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। তবে সুখে থাক, সুখে থাক, আমি যাই—যাই!

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক, মিছে খেলায় কাজ নাই!

সখীগণ। অধীর হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!

অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানিনে! ফিরে যাই!
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই!

[প্রস্থান

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক ফিরে!
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই!

সখী। অধীরা হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!

[প্রস্থান

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিবাদ,
মেলিতে নয়ন, মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা!

ষষ্ঠ দৃশ্য—গৃহ—শান্তা। অমরের প্রবেশ

কাফি—কাওয়ালি

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!
(শান্তার প্রতি) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান;
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন!

আলাইয়া—আড়খেম্‌টা

মায়াকুমারী। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে!
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে' আছে!
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে!

কুকব—কাওয়ালি

শান্তা। দেখ ভুল করে' ভালবেসনা!
আমি ভালবাসি বলে' কাছে এস না!
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে' যেন হেস না!
আপন বিরহ ল'য়ে আছি আমি ভালো,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না!

ললিত বসন্ত—কাওয়ালি

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে!
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয়—ভুল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,
এ ত ফুল নয়—ফুল নয়!

পাই যদি ভালবাসা, হেলা করিব না,
খেলা করিব না ল'য়ে মন !
ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয়—কূল নয় !

(প্রমদার সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা

সখীগণ। (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে !
তবে ত ফুল বিকাশে !

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে !
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহ পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয়-রতন-আশে !

সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে !
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম, শিশির-সলিলে ভাসে !

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে !

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারী। বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে !

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে !

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। আমি চলে' এনু বলে' কার বাজে ব্যথা !
কাহার মনের কথা মনেই থাকে !
আমি শুধু বুঝি সখি, সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা !
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে !

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। সে দিনো ত মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে !
দুটি সোহাগের বাণী, যদি হ'ত কানাকানি,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে !
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে !

ভূপালী—কাওয়ালি

শান্তা। (অমরের প্রতি)
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে !
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে !

পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে' !

বেহাগ—আড়াঠেকা

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে !
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে !
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে !
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি !
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে !

[প্রস্থান

বিভাস—আড়াঠেকা

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে !
ম্লান শশী অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে !

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে !

যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে !

[প্রস্থান

কানাড়া—খং

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর, যে গেছে চলে' !
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে !
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে !

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর, শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

মিশ্র বসন্ত—রূপক

স্ত্রীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে !
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ;
আন নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে !

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব পুলকিত
ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস!
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ ঊষার কোলে!
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এস, এস!
স্ত্রীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুম পাশে রচি দাও নবীন মিলন বাঁধন!

সাহানা—যৎ

অমর। (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে!
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে!
হের, পুরান প্রাচীন ধরণী, হয়েছে শ্যামল বরণী,
যেন, যৌবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে;
পুরান বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে!

মিশ্র মূলতান—কাওয়ালি

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে ;—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে, মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল-মূরতি!
আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!
পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
স্ত্রীগণ। চির দিন হেরিব হে—
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল-মূরতি!

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ)

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!
শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে
আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে
আপনি রয়েছ লীন!
পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন!

অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি !

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি !

অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

মিশ্র—ঝিঁঝিট

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে' যায় !
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে ত আসিতে না চায় !
সুখে আছে যারা, সুখে থাক তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,

দুখিনী নারীর নয়নের নীর,
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায় !
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না,
তারা ফিরেও না চায় !

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

শান্তা। আমি ত বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে !
আপনি বিরহ গড়ি, আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়-সরোজে !
আমি কেন মাঝে থেকে, দুজনেরে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে' !

গৌড় সারং—যৎ

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে
ভালো যারে বাস' তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে !

সোহিনী—খেমটা

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ হাস, হাস !
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে !
পুরুষ। কত দুখে কত দূরে, আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে !

মিলন দেখিবে বলে', ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ফিরে এসেছে !

সকলে। চাঁদ, হাস, হাস !
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে !

ভৈরবী—আড়াঠেকা

প্রমদা। আর কেন, আর কেন,
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ !
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ !

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে,
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে !

প্রমদা। এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল, সুখে থাক অনুক্ষণ !

মিশ্রখট—ঝাঁপতাল

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,
এ মলিন মালা কে লইবে !
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে,
এ চিরবিষাদ কে বহিবে !
সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে,
নীরব নিরাশা, কে সহিবে !

রামকেলি—কাওয়ালি

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুঃখ আমি সহিব!
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব!
ভুল ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব!

[সকলের প্রস্থান

টোড়ি—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়!
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়!
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে' গেলিনে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে' রাখে না!
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,

চলে' যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না!
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না!

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

মিশ্র বিভাস—একতালা

সকলে। এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চলে' যায়!
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা!
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়!
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
প্রথমা। তাই এত হায় হায়!
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়!
সকলে। সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল!
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল!
সকলে। সখি চল!
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান!
দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে, কেহ বসে' ফেলে অশ্রুজল!

গান

—॰০॰—

আজি দখিণ দুয়ার খোলা—
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস !
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস !
নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস, বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস !
এস ঘন পল্লবপুঞ্জে
এসহে, এসহে, এসহে।
এস নবমল্লিকাকুঞ্জে
এসহে, এসহে, এসহে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এস পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস !

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়োনা আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে ॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে ?
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে ?
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখীরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত,
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজ্‌বে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরে মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রস-পুলকে,
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরা-বালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সাম্‌নে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।

ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা
কি করুণ মরীচিকা আনে
আঁখি-পাতে ॥
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ুভরে
পরাণে আমার পথহারা
ঘুরে মরে !
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্ম্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে ॥

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্‌রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল !

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয় !
বড় উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মান্‌বে কি ও ?
কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?
তুমি সাধ করে' নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয় !

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন্‌ তাধিন্‌ !
তোমার পিছন্‌ পিছন্‌ নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌ ॥
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুন্‌তে না পাই কে কি বলে
তাধিন্‌ তাধিন্‌—
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্‌
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন্‌ তাধিন্‌ ॥

আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে' গেল ভজন সাধন,
তাধিন্ তাধিন্—
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন্ তাধিন্ ॥

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান ॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনী-জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে ;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান ॥

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে !

যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে!
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে!

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে!
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে!

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে' ভরে' চষা মাটির গন্ধে।

সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে।
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনুরে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনুরে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনুরে

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।

পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই ॥
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে',
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই ॥

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে!
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌ল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে ॥
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুণিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে,
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে ॥

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই ত নানা কাজে
এই ত নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর !
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর ॥
এই ত হাসির দলে,
এই ত চোখের জলে,
এই ত সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই ত ঘরে ঘরে,
এই ত বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর ॥

বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ !
এবার ধর দেখি তোর গান !
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

আজ যেমন করে' গাইছে আকাশ
তেমনি করে' গাও গো !
যেমন করে' চাইছে আকাশ
তেমনি করে' চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো !

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে ॥
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে ॥
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা

বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে ॥
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে' কেরে !
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ॥

ওরে ওরে, ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কেরে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কেরে !
ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কেরে ॥
ওরে ভাই, নাচরে ও ভাই নাচরে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচরে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দেরে !
তোরে আজ থামায় কেরে ॥

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে !
তোরা আমায় বলে' দে ভাই বলে' দে রে।
ফুলের গোপন পরাণ মাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন হরেছে রে ॥
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে ॥

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে ॥
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে ॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব' প্রেমের বাতি,

পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে ॥
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে' বরণ,
করিব জয় সরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে।
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে',
সুখ দুঃখ দেব' দলে',
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।
উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে!
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগ্‌ল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাইরে ॥

সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাইরে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌ল পাখায়
পাখী কি আর থাকবে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া যে পাইরে ॥

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ?
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
এ কি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে !
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে-
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥
ওগো জানিনা কি নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব- পল্লব-মর্ম্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে

আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরোনা বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥
অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজেরে।
মোর পরাণে দখিণ বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে ?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে ॥

মম অন্তর উদাসে,
পল্লব-মর্ম্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে ॥
জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা
ঘুমে জাগরণে মিশা
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল সুবাসে ॥
থাকিতে না দেয় ঘরে
কোথায় বাহির করে
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন আকাশে
অতীত দিনের পারে
স্মরণ সাগর ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন আভাসে ॥

কমল-বনের মধুপরাজি
এসহে কমল-ভবনে।
কি সুধাগন্ধ এসেছে আজি
নব বসন্ত-পবনে ॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল।
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে
ছুটিল ভুবনে ভুবনে ॥

গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠেছে রাগিণী।
গীতগুঞ্জন কূজন কাকলি
আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা
বায়ু বাজাইছে শঙ্খ।
সামগান উঠে বনপল্লবে
মঙ্গলগীত জীবনে॥

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে॥
অধর করুণামাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥
ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,

কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়-কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ॥

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় ;
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায় ॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?

শ্রাবণ বরিষণে, একদা গৃহকোণে,
দু' কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে, রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে !
এ নিশীথ কালে, কে আসি দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥
বহুকাল হল বসন্ত দিন,
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে ॥
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে বসে' আছি একা রে !

অতিথি অজানা, তব গীতস্বর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে, যাব তব সনে।
অচেনা অসীম আঁধারে॥

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে' আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে' আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা
কেমন করে' কাটে আমার এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেলরে দিন বয়ে
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরচে রয়ে রয়ে।
একলা বসে' ঘরের কোণে, কি ভাবি যে আপন মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে কি কথা যায় কয়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে॥

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে ॥
কূজনহীন কাননভূমি তুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে ॥

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার ॥
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
তুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বার বার ॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার ॥

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে!
অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগ্‌ল পাগল
আজি ভাদরে
আজ এমন করে' কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে॥

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥
কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি ॥
কেয়াপাতায় নৌকো গড়ে'
সাজিয়ে দেবো ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেবো
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা ॥
ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে !
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব' রে লুট করে'।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা ॥
এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে

এস ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে ;
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা ॥

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে ।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসিঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে ।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে ।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা
আঁধার হইবে আলা ॥

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া॥
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো ক'াণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন,
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া॥

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে

অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

আজি   শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে,
কি জানি পরাণ কি যে চায়।
ওই   শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে,
বিহগ বিহগী কি যে গায় ॥
আজি   মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায় !
কোন্   কুসুমের আশে, কোন্ ফুল-বাসে,
সুনীল আকাশে মন ধায় ॥
আজি   কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো !
তাই   চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়,
“এ নহে, এ নহে, নয় গো !”
কোন্   স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায় !
আজি   কোন্ উপবনে, বিরহ-বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥
আমি   যদি গাঁথি গান, অথির পরাণ,
সে গান শুনাব কারে আর !
আমি   যদি গাঁথি মালা, লয়ে ফুল-ডালা,
কাহারে পরাব ফুলহার !
আমি   আমার এ প্রাণ, যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায় !

সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে,
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন ॥
তার আকাশ ভরা কোলে,
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন ॥
মোদের তরুমূলের মেলা.
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন ॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে,
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়াছে এক তানে
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলকুলকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে॥

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও ;
বসন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি,
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি।
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই॥

বিকচ বকুলফুল, দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই!
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই॥

একবার রাধে রাধে, ডাক বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এনিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি, লো সই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই॥

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব॥

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি,
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই॥

বনের পাখী বলে, আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।

বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই॥

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা, ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয়।
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার॥

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।

পিনহ ঝটিত কুসুম-হার,
  পিনহ নীল আঙিয়া,
সুন্দরি সিন্দুর দেকে
  সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরী সব নাচ নাচ,
  মিলন গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
  কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মদির
  কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ-ভবন
  গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
  কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূঁথী, গাঁথ জাতি,
  গাঁথ বকুল-মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
  কুঞ্জ-পথমে চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
  মৃদুল গান গাহিয়া॥

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে,
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে রুচির নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ-নেত্রে মিলন হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথী জাতিরে॥
দেখ সজনি, শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত-সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,

শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম-মালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখী-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে॥

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই ॥
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই ॥
তুমি দু'হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥
যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল্ যাবে সরে—
সে দিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবিরে ছাই করে।
সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই ॥

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার ॥
তোমায় নিয়ে করে' খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌ল বেলা,

অঙ্গ বেড়ি' দিল বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার ॥

তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারারাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার ॥

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত ॥
সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল, ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম-বনেতে ॥

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে,
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব,
ভাব্‌তেছি তাই একলা বসে' ॥
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল,
ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল,
ফুলের ডোর।
সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ॥

যদি শুধায় কে দিল, কোন ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস্ নে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ॥

সখি, তরুর তলায়, বসে' সে ধূলায় যে।
সেথা বকুলমালার আসন বিছায়ে দে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে,
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ॥

/ যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে, মুখে
চাহিব না ॥
যদি বিরলে মালা গাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না ॥

যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে।
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে,
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না॥

কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে
জল ভরে'॥
কেন জলে ঢেউ তুলি, ছলকি ছলকি
কর খেলা।
কেন চাহ খনে-খনে, চকিত নয়নে
কার তরে,
কত ছল ভরে॥
হের যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,

যত হাসিভরা ঢেউ, করে কানাকানি
কলস্বরে,
কত ছল ভরে।
হের নদী-পরপারে গগন-কিনারে
মেঘ-মেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখপরে,
কত ছল ভরে॥

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা॥
সরমে জড়িত কত না গোলাপ,
কত না গরবী করবী,
কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥

অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমারি কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
অধরে পড়েছে এসে।

অঞ্চল হতে বনপথে ফুল,
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ॥

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে ॥
কোমল তব কমলকরে,
পরশ কর পরাণপরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে ॥
কখনো সুখে কখনো দুখে,
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি র'বে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কি নব তানে,
উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে ॥

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার ॥
নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,

অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত
গুঞ্জরে শতবার ॥
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ।
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন,
তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন
বন্দন উপহার ॥

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী ॥
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙিয়া ;

তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী ॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী ॥

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনকমন্দিরে
কমলাসন পাতি ॥
তুমি এস হৃদে এস,
হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ
করুণ হাস্য-ভাতি ॥

তব কণ্ঠে দিব মালা,
দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি
এনেছি যূঁথি জাতি।
তব পদতললীনা,
বাজাব স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে
মম মানস-সাথী ॥

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কি কাতর গান গাই' ॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে,
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
ভিখারী, আমার ভিখারী,
হায়, পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর ত কিছুই নাই ॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস ;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পূরাতে আশ।

মম প্রাণ মন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী !
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই ॥

কথা তারে ছিল বলিতে ॥
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে ॥
বসে' বসে' দিবারাতি,
বিজনে সে কথা গাঁথি,
কত যে পূরবী রাগে,
কত ললিতে ॥
সে কথা ফুটিয়া উঠে
কুসুম-বনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায়
নীল গগনে ;
সে কথা লইয়া খেলি,
হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার
মন ছলিতে !
কথা তারে ছিল বলিতে ॥

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে' আজ বস্‌রে সবাই, টান রে সবাই টান॥
বোঝা যত বোঝাই করি
কর্‌ব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের পারে ধর্‌ব পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ॥
কে ডাকেরে পিছন হতে কে করে রে মানা।
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে' ?
পালের রসি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান॥

ভালবেসে সখি, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে,
তাহারি তালটি শিখিও—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

মনে করে' সখি, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক-কঙ্কণে ॥
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো—তোমার
অলক-বন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
ললাট চন্দনে ॥
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো—তোমার
অঙ্গ-সৌরভে।
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো—তোমার
অতুল গৌরবে ॥

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে
লেগেছে চরণ-মূলে
তুলে দেখিয়ো ॥

এ নহে গো তৃণদল,
ভেসে-আসা ফুলফল,
এ যে ব্যথাভরা মন
মনে রাখিয়ো ॥
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কেন আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখ যদি ভালবেসে
চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে
বাঁচিবে কি ও।
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয় ॥

চিত্ত পিপাসিত রে
গীতসুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা
বর্ষণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর
লুণ্ঠিত ধূলি পরে,
গীতসুধার তরে ॥

আজি বসন্ত নিশা,
আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ
তৃষিত চকোর সমান
গীতসুধার তরে ॥

চন্দ্র অতন্দ্র নভে
জাগিছে সুপ্ত ভবে,
অন্তর বাহির আজি
কাঁদে উদাস স্বরে
গীতসুধার তরে ॥

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহুঁ দুঁহুঁ
দোঁহার পানে চায়

যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায় ॥

আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভয়ি লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন-মাঝ ॥

মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায় ॥

অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়।

ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশী ঢলঢল
ভানু মরি যায়

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

এবার বসন্তে কিরে যূথীগুলি জাগেনি রে,
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করেনি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে গেল ম্রিয়মাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ-তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যেবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি যে শূন্য হাতে
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না হল না গান॥

নব কুন্দধবলদল সুশীতলা।
অতি সুনির্ম্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা॥
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী,
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা॥

আহা জাগি পোহাল বিভাবরী
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥
ম্লান প্রদীপ উষানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখি চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি॥
শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,

নির্জ্জন বনতল শিশির-সুশীতল,
পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ-শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌ল আমার আশ
এবার তবে আজ্ঞা কর, বিদায় হবে দাস ॥
জীবনের এই বাসর রাতি
পোহায় বুঝি নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইক, শুধু প্রচুর পরিহাস ॥
এখন থেমে গেল বাঁশি
শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে
গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস ॥

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করচি টলমল।

মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল ॥
নাহি জানি করণ কারণ,
নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে
ছিঁড়েছি শিকল ॥
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি
ধনে পুত্রে উঠুন্ ফুলি
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো,
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি
ফির্‌ব ধরাতল ॥
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে,
বোঝাই করা সোনার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী
ভেসেছি কেবল ॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি,
অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখ্‌ব ডুবে
কোথায় রসাতল ॥

আমরা জুটে সারাবেলা,
করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেল্‌ব খেলা গো
কণ্ঠে যদি গান না আসে,
করব কোলাহল ॥

তোমরা সবাই ভালো।
(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো ॥
কেউ বা অতি জ্বলজ্বল,
কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো ॥
বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥

তোরা বসে' গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে ॥

তোরা সুধা করিস্ দান,
তারা সুধা করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়,
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায়॥
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা, আর ত র'বে না কাছে।
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে,
পরাণ ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে॥

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে॥
চলে যায় বেলা. রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা' পাস তা' নিয়ে
হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে।
নাহি জানি মনে কি বাসিয়া
পথে বসে' আছে কে আসিয়া ?

যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চল নিরবধি
সেই ফুলবন তলাসিয়া ॥

মনোমন্দির সুন্দরী
স্খলদঞ্চলা চল চঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ॥
রোষারুণ-রাগরঞ্জিতা,
গোপন হাস্য- কুটিল আস্য
কপট-কলহ-গঞ্জিতা ॥
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী
চকিত চপল নব কুরঙ্গ
যৌবন-বন-রঙ্গিণী ॥
অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা,
লুব্ধ পবন- ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা ॥

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া ॥

কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি,
আছি তাই পথ চাহি ॥
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া ॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে' দে
আকুল আঁখির নীরে॥
সে ভোলা-পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো-হিয়ার কুঞ্জ ;
ঝরে' পড়ে' আছে কাঁটা তরুতলে
রক্ত কুসুমপুঞ্জ ;
সেথা দুইবেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূল সিন্ধু-তীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে ॥

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো ॥
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥
আকুল আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো ॥

ভুলে ভুলে আজ ভুলময় ॥
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময় ।
আনন্দ ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কূলময় ॥

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি একি তোর দুরন্ত লজ্জা ।
কান্ত যে এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ
দহে অন্তরে নির্ব্বাক্ বহ্নি ।

ওষ্ঠে কি নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্ম্মে যে ক্রন্দন, তন্বি।
মাল্য যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা যে কণ্টক-শয্যা।
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির-বিচ্ছেদ-জর্জ্জর মজ্জা॥

তোমার রঙীন পাতায় লিখ্‌ব প্রাণের
কোন্ বারতা।
রঙের তুলি পাব কোথা॥
সে রং ত নেই চোখের জলে,
আছে কেবল হৃদয়-তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে
মনের কথা
কইতে গেলে রইবে কি তার
সরলতা॥
বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর
সহজ বলা।
নাই যে আমার ছলা কলা।
সুর যা ছিল, বাহির ত্যেজে
অন্তরেতে উঠল বেজে,

একলা কেবল জানে সে যে
মোর দেবতা।
কেমন করে' করব বাহির
মনের কথা॥

গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ওযে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ওযে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ওযে কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে॥

দুজনে দেখা হ'ল—মধু যামিনী রে।—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে॥
নিকুঞ্জে দখিণা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে

দুজনের আঁখি-বারি গোপনে গেল ঝরে'—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে'।
আর ত হ'ল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে ॥

ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল্ ধরে'।
যে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে' তোরে ॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস জনম ভরে' ॥
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল করে' ॥
ওরে তুই কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে।
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে ॥
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে' যাবে,
বসে' তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে,
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে,
মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না জানি
কোন্ আশার জোরে ॥

আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষেপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজে কোন্ বাতাসে ॥
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তা'রে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে ॥

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী ॥
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি ॥
চাহি না অনেক ধন, র'ব না অধিকক্ষণ,
যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।
তোমরা আনন্দে র'বে, নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি ॥

আমাকে যে বাঁধবে ধরে' এই হবে যার সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে।

আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে,
সে কি অম্‌নি হবে।
তা'র আগে তা'র পাষাণ হিয়া গল্‌বে করুণ রসে,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অম্‌নি হবে।

রইল বলে' রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফল্‌বে কবে।
(তোমার) টানাটানি টিক্‌বে না ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে ॥
যা খুসি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই সবে ॥
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।

ভাব্‌চো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক্‌।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক॥
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায় ;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তা'র বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,
সাধের স্বপন যায় রে যায়॥
যে যায় সে যায় ফিরিয়া না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,

নয়নের জল নয়নে শুকায়
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ ;
কি জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তা'র,
তবে থাক্ তবে থাক্॥

ওগো তোরা কে যাবি পারে ?
আমি তরী নিয়ে বসে' আছি নদী-কিনারে
ও পারেতে উপবনে,
কত খেলা কতজনে
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে॥
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি'।
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে'
খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে॥

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—

(এমন) হাওয়ার মুখে ভাস্‌ল তরী (কূলে) ভিড়্‌ব না আর
ভিড়্‌ব না রে॥

ছড়িয়ে গেছে সূতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে আজ মরব কিরে,

(এখন) ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি (বেড়া) ঘিরব না আর
ঘিরব না রে॥

ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে,

(এখন) পালের রসি ধরব কসি (এ রসি) ছিঁড়ব না আর
ছিঁড়ব না রে॥

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে,
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।
হরিবোল হরিবোল্‌॥
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে,
সুখ আছে কি মরার চেয়ে।
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌॥

বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্,
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে,
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী ;
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার,
চোখে পড়ে মুখ তা'র,
তা'রে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো ॥
শ্রাবণে আঁধার নিশি,
শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিণ বায়ু, বিকশিত উপবন।

কত ভাবে কত গীতি,
গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখি জলে ভাসিল ॥

ওহে নবীন অতিথি
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন ॥
যতনে কত কি আনি
বেঁধেছিনু গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বল করেছিল নিমন্ত্রণ ॥
কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী
তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ॥

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদিমাঝারে ওগো বিদেশিনী ॥

আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম।
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা-নিশীথিনী সম॥
মম জীবন যৌবন,
মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম॥
জাগিবে একাকী
তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখ বেদন,
মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম॥

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে॥

ওগো ধীর মধুরহাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে,
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগ-নীড় কুসুম-কাননে,
বোলো অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে,
বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে॥

হেলাফেলা সারাবেলা এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি,
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে॥
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান,
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলে ছায়ার মতন বসে' আছি ফুলবনে॥

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে

ভেবেছিলেম ঘরে র'ব, কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি ॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি পথ বলে' দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
দেখিগে তা'র মুখের হাসি,
তা'রে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তা'রে বলে' আসি, তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে ॥
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥

ওগো শোন কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায় ॥
কুঞ্জবনে ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।

যমুনারি কলতান
কানে আসে কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোন কে বাজায়॥

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবনপরে॥
প্রভাত-কমলসম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে॥
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হ'তে সমীরণ
আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে উঠে বাজি,

কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তা'রে মনে পড়ে যারে চাই যে ॥
তা'র আকুল পরাণ, বিরহের গান,
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তা'রে জানাব কি করে,'
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে ॥
কুসুমের মালা গাঁথা হ'ল না,
ধূলিতে পড়ে' শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়,
আমি কেন থাকি হায় রে ॥

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে ॥

নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি,
অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ-কিরণ ছবিখানি
পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধুঋতু জাগে দিবানিশি,
পিককুহরিত দিশি দিশি ॥
মানস-মধুপ পদতলে
মূরছি পড়িছে পরিমলে।
এস দেবী, এস এ আলোকে,
একবার হেরি তোরে চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে,
ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥

কে উঠে ডাকি
মম বক্ষোনীড়ে থাকি,
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ-বিধুর পাখী ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী ॥

যামিনী বিভোরা
নিদ্রাঘনঘোরা,
ঘন তমালশাখা,
নিদ্রাঞ্জন মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা,
পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি ॥

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার।
এস রে তৃষিত বুক রাখ হাহাকার ॥
হের ওই গেল বেলা,
ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার।
হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর।
রজনী আঁধার হ'ল পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে,
আর কাজ নাহি গানে,
এখন্ বেসুর তানে বাজিছে সেতার।
উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার ॥

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
সেকি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না
দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানিনা কি লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির পরে তা'র করুণা মাটি হ'ল
সে কিরে মোর পথে চলিবে না ॥

তব কণ্ঠপরে হ'য়ে দিশাহারা
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম
দুকথা বল শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম
তাহে ত কণা মধু ফুরাবেনা।
হাসিতে সুধানদী বহিছে নিরবধি,
নয়নে ভরি উঠে অমৃত মহোদধি,
এত যে সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি
আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না ॥

এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে ফিরে এস।

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস,
আমার করুণ-কোমল এস,
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস ॥
আমার নিতিসুখ ফিরে এস,
আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস ॥
আমার চিরবাঞ্ছিত এস,
আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস ॥
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস ॥
আমার মুখের হাসিতে এস,
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস
আমার সকল স্মরণে এস,
আমার সকল ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস ॥

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে' লও খেয়ার নেয়ে ॥

ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি,
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥
ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে।
এস এস শ্রান্তিহরা,
এস শান্তি সুপ্তিভরা,
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে ॥

এ কি আকুলতা ভুবনে,
এ কি চঞ্চলতা পবনে ॥
এ কি মধুর মদির-রস রাশি,
আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি,
ফুল-গন্ধ লুটে গগনে ॥
এ কি প্রাণভরা অনুরাগে,
আজি বিশ্ব-জগত-জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি,
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি,
হের, পূর্ণবিকাশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে ॥

আমার মন মানেনা—দিন রজনী।
আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে
উথলে নয়ন-বারি—
ওগো সজনি!
সে সুধা-বচন, সে সুখ-পরশ,
অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে
হৃদয় হয় উদাসী,—
কেন না জানি॥
ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে' আসে
আকাশে কি মুখ জাগে!
ওগো বন-মর্ম্মরে নদী নির্ঝরে
কি মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত
জড়ায়ে ধরিছে গলে,
আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা
কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি॥

পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে ॥
মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
বহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে ॥
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালবাসা প্রাণ-পিঞ্জরে ॥

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে,—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে ॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে ॥
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
সাধনে।

আপনার মনে বসিয়া একেলা,
অনল-শিখায় কি করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে ॥

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন—
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে, করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে ॥
কত শারদ-যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ॥
এ যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে।

যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে' আছি রে ॥
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে ॥
ওই বাঁশি স্বর তা'র, আসে বারবার,
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে' থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে' যায়,
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি ॥
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর র'বে কি।
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি।

আমি   সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাত চরণে ঝরিব,
ওগো   আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তা'রে আমি মরিব ॥

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি মাঝারে
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালবাসি!
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে।

মম   যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো।
মেলি   রাগ-অলস আঁখি
সখি, জাগো জাগো ॥

আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি-
সখি, জাগো জাগো ॥
জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগ নিভৃত নির্জ্জনে।
জাগ আকুল ফুল-সাজে,
জাগ মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি—
সখি, জাগো জাগো ॥

এবার সখি সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা ॥

ছুটেছিল পিয়াসভরে
মরীচিকা বারির তরে,
ধরে' তা'রে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা' ॥
দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মান্‌বে না গো
একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তা'কে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধিবিচারহরা ॥

মরণ রে
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ বিমোচন করুণ-কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ॥
আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,

তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও ॥
ভুজবন্ধন পর লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ ॥
এক পলক তুঁহুঁ দূর ন যাওসি
বিজন নিকুঞ্জে বাঁশি বজাওসি
অনুখন ডাকসি অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা।
দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব
বিরহ-তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা ॥
গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,

পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুঁহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে,
ভয়বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর॥
ভক্ত ভণে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি,
জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি॥"

বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদমালা দেব' গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব' পেতে,
অভিষেক কর্‌ব তোমায় আঁখিজলে॥

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে॥
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোনোমতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে ॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
ঊষার বাতাস লাগি;
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।
পাখী ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,-
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে ॥

ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না,—ওকে
দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল, মন
নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
একি খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি,
ওরি জয় যদি হয় জয় হোক্, মোরা
হারি যদি যাই হেরে ॥
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,

শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব
গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি,
ওযে আমাদেরি কিনে নিয়েছে, ওযে
তাই আসে তাই ফেরে॥

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে' আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
র'ব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধু-পবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,

যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা হইতে ॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
(তোমায়) দেবনা দুখ পাবনা দুখ,
হের্‌ব তোমার প্রসন্ন মুখ,
(আমি) সুখে দুঃখে পার্‌ব বন্ধু চিরানন্দে রইতে-
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে ॥

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে ॥
এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-শয়নে ॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা-পারে এসেছি।
বহি' বৃথা মনোআশা এত ভালবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে ॥

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মত
রজনী প্রভাতে বসে' র'ব কত,
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে ॥

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
তবে, সেথা কি হাসে না চাঁদনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরী ॥
সখি, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না।
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না ॥
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন,
এই ছিল তার মানসে।
যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখ-রাতি রে,
তবে, কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথী রে ॥

যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা, পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল ॥
না না এত প্রেম সখি, ভুলিতে যে পারে,
তারে আর কেহ সেধ না।
আমি কথা নাহি কব, দুঃখ লয়ে র'ব,
মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায়, যবে চলে' যায়,
আর ফিরে আর আসে না ॥

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে—"না, না, না ॥"
যত বলি "নাই রাতি,
মলিন হয়েছে বাতি",
মুখ পানে চেয়ে বলে "না, না, না ॥"

বিধুর বিকল হয়ে খ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি—"তবে
এবার যে যেতে হবে",
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে "না, না, না॥"

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥
আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল-তলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥
সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে;
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে॥
মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে'।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখ তোমারি দুয়ার পরে
সখি, এসেছে তোমারি রবি ॥
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ, জগৎ জেগেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি ॥
তবে, তুমি কি রূপসি জাগিবে না কো,
আমি যে তোমারি কবি ॥

শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান।
প্রভাত নীরদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির,
সমস্বরে তারা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান ॥
তবে শিশিরে মু'খানি মাজি,
সখি, লোহিত বসনে সাজি,
দেখ, বিমল সরসী-আরশির পরে
অপরূপ রূপরাশি।

তবে থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।
শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
সখি, গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি দুয়ারে আসি॥

—— ——

বল, গোলাপ মোরে বল,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখি কবে॥
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিণা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা,
মু'খানি দেখিতে চায়।

বায়ু দূর হতে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই ফুটিবি সখি কবে ॥

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল মু'খানি, তোল মু'খানি,
কুসুম-কুঞ্জ কর আলা ॥
বলি, কিসের সরম এত,
সখি, কিসের সরম এত,
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত।
হের, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
হের, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত।
সখি, বলিতে মনের কথা,
বল, এমন সময় কোথা,
প্রিয়ে, তোল মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত ॥

আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও॥

আঁধার শাখা উজল করি
শ্যামল পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে মালতীবালা
আছিস কেন ফুটিয়া।
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মু'খানি।

শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব' তোরে
আঁচল্‌টা তোর ভরে' ভরে' ॥
আয়রে আয়রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর্‌,
ভোরের বেলা গুনগুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে ॥
পাখীরে, তুই কস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারি রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে।
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে
ভূতলে ঝরে’ পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে॥
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভিরাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে॥

অনাদি অসীম অকূল সিন্ধু,
আমি যে ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু॥
তোমার শীতল অতলে ফেলগো গ্রাসি,
তার পরে সব নীরব শান্তিরাশি,

তার পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা,—
শুধাব না আর কখন আসিবে অমা,
কখন গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু ॥

———

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ॥
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।—
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু-হিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা ॥
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।

অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা ॥
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা ॥

কার হাতে যে ধরা দেব' হায়।
(তাই) ভাবতে আমার বেলা যায় ॥

ডান দিকেতে তাকাই যখন
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফির্‌লে তখন দখিণ ডাকে আয়রে আয়

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া॥
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান, কে কবে।
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে॥

যে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা ॥

সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা ॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখব তোরে আঁখি ভরে',
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥
দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজন দর্পহর দীপ্ত তরবারী,
সঙ্কট-শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে ॥

আমরা বস্‌ব তোমার সনে।
তোমার সরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে ॥

তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস্ ধরে'।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে ॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে' আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে' ॥

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে', রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি ॥
আমার বলে' ছিল যারা আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি ॥
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে, কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই ॥
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে' এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই ॥

খেল্‌তে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সরে' নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্‌ রে সোজা,
নতুন করে' বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই ॥

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কেগো চির বিরহিণী,
নিশি ভোরে আঁখি জড়িত ঘুম-ঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম সুরভি মৃদু পবনে
সুখ-শয়নে, মম প্রভাত-স্বপনে ॥
শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে বায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুম-কাননে ॥

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥

যাব কি যাব না, মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে, বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে॥

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥
চাহিলে মুখপানে, কি গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান
আমি শুনি দিবারজনী, তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে,
ভুলে গিয়েছি।

শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে
ঐ নয়নের তারা ॥
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চলে' যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে' যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা ॥

হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়ন-বারি ॥
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি,
কিছু আর চিনিতে না পারি
পরাণে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কি ঘোর তুফান সজনী গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হল গো আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।

হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো,
আপনা কেমনে নিবারি

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে ॥
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে ॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ॥
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধরে' মোর ডাক্তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে চিন্‌তে পারি দেখে তারে ॥

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দুটি কথা বলে' যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে
চলে' যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥

ম্লান মুখে সখি সে যে চলে' যায়, ও তারে ফিরায়ে
ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই ॥
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি, কোণে বসে' কানাকানি,
কভু হেসে, কভু কেঁদে, চেয়ে বসে' রই ॥
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের আছে মনের কথা, আমার কাছে কই।
আমি কি বলিব—কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা,
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই ॥
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের এত কি বলিবার আছে, ভেবে অবাক হই।
আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই ॥

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা ॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,

শুধু নব দুরাশায় আগে চলে' যায়,
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধরে' ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালবাসা ॥

বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ॥
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে ॥
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছল ছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া, মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে ॥

বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে ॥
তোমারে হৃদয়ে করে', আছি নিশিদিন ধরে',
চেয়ে থাকি আঁখি ভরে' মুখের পানে ॥
বড় আশা বড় তৃষা বড় আকিঞ্চন, তোমারি লাগি।
বড় সুখে বড় দুখে বড় অনুরাগে রয়েছি জাগি।
এ জন্মের মত আর, হয়ে গেছে যা হবার
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণটানে ॥

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেস' হে ॥
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও, আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে ॥

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মর-মর মৃদুবাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে,
নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।

মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হল বকুল কানন—
(আমরি মরি) ॥

হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে ॥
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে,
কখন্ সে ছুটে এল নয়ন-মাঝে

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি
জুড়াক্ দুনয়ন
মলিন বসন ছাড় সখি
পর আভরণ ॥
অশ্রু-ধোয়া কাজল-রেখা
আবার চোখে দিক না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে
কুসুম-বন্ধন ॥

ও কেন চুরি করে' চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায়॥
বনপথে ফুলের মেলা হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে' মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী॥
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসিরাশি গেছে ভাসি,
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী॥
আমারে মগন কর তোমার মধুর কর-পরশে সুধা-সরসে,
প্রাণমন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে ;
হের শশী সুশোভন, সজনি, সুন্দরী রজনী,
তৃষিত মধুপসম কাতর হৃদয় মম,
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী॥

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়,
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায়॥

নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধরে',
লেগেছিল পালের পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগন-কোণে,
লাগবে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায়

ওর মানের এ বাঁধ টুট্‌বে না কি টুট্‌বে না।
ওর মনের বেদন থাক্‌বে মনে প্রাণের কথা ফুট্‌বে না
কঠিন পাষাণ বক্ষে লয়ে
নাই সে রৈল অটল হয়ে,
প্রেমেতে ঐ পাথর ক্ষয়ে চোখের জল কি ছুট্‌বে না ॥

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ॥
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই'।

ধরে' রাখ, ধরে' রাখ,
সুখ-পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ॥
পথিকের বেশে, সুখনিশি এসে,
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমিষে মিলায় ॥

কেন ধরে' রাখা, ও যে যাবে চলে',
মিলন-যামিনী গত হলে ॥
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কি হবে শুকানো ফুলদলে,
মিলন-যামিনী গত হলে ॥
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখী,
উষা সকরুণ অরুণ আঁখি।
এস প্রাণপণ হাসিমুখে,
বল, "যাও সখা, থাক সুখে।"
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে,
মিলন-যামিনী গত হলে ॥

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয়॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়—
ওরে ঢেলে দে তার পায়॥
আসচে পথে ছায়া পড়ে',
আকাশ এল আঁধার করে',
শুষ্ক কুসুম পড়বে ঝরে'
সময় বহে' যায়
ওরে সময় বহে' যায়॥

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী॥
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী॥
বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী॥

তবে শেষ করে' দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে'।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে॥

বাহু-ডোরে বাঁধি কারে,
স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে,
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে'।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে' যায় নব প্রেম-জালে ॥
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো ॥
যদি জল আসে আঁখি-পাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে—
তবু মনে রেখো ॥
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো ॥

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার-ছায়ে,
সন্ধ্যা-বায়ে তৃণ-শয়নে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বসি ॥
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা,
বকুলদল পড়ে খসি ॥

স্তব্ধনীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্ত্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী॥

একি হরষ হেরি কাননে।
পরাণ বিহ্বল, স্বপন বিজড়িত মোহমদিরাকুল নয়নে॥
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত-পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন ধাইছে বসন্ত-সমীরণে॥

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে॥
আজি বসন্ত-রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র-করে,
দক্ষিণ পবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে॥

হায় রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে' যায়

কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে' গেল, আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে' যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায়॥
ফুরাইল সকলি।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।
কি বা জোছনা ফুটিত রে, কি বা যামিনী,
সকলি হারাল, সকলি গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়॥

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা॥
চমকে চমকে সহসা দিক্ উজলি,
চকিকে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি,
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ;
গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ॥

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা ॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলারে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশিতারা ॥

আয় লো সজনি সবে মিলে ॥
ঝরঝর বারিধারা—মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষাদিনে হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।
ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন, মাখাব বরণ ফুলে ফুলে।
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে ॥
বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা পল্লব-শ্যামদুকূলে।
নাচিব সখীসবে নব-ঘন-উৎসবে বিকচ-বকুল-তরুমূলে ॥

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনাতীরে ॥

আমরা কি কর্‌ব, কি বেশ ধর্‌ব, কি মালা পর্‌ব,
বাঁচ্‌ব কি মরব সুখে, কি তারে বল্‌ব, কথা কি র'বে মুখে।
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন-নীরে ॥

কথা কোস্‌নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে' মন কেড়েছে ॥
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি,
শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে ॥

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ॥
দশদিক্ আঁধার করে' মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে' কোথায় যাবি শূন্য ভবন॥
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা,
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস্ রে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন॥

কি হল আমার, বুঝি বা সজনি,
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে,
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতন পাইয়া,
সহসা সজনি, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে,
হৃদয় হারিয়েছি॥
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়,
তার পর দিয়া চলিয়া যায়।

শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়।
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়,
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি,
সহেনি ভ্রমর-চরণ ভর।
চিরদিন সখি, বাতাসে খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোহিত রেণুর সিঁদূর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে,
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি॥

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে

চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে ॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥

বুঝি বেলা ব'য়ে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয় ॥
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে, ছায়ায় ঝরে' পড়ে' যায় ॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব', মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়।
যমুনার ঢেউ যাচ্চে ব'য়ে, বেলা চলে' যায় ॥

ফুলে ফুলে ঢলে' ঢলে' বহে কিবা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ॥
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ॥

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন-কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে
ভেবে সারা হই।
কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ॥

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি।
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে ॥

(কাননে) এত ফুল কে ফুটালে।
লতা পাতায় এত হাসি তরঙ্গ, মরি কে উঠালে ॥
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে,
সে কথা কে রটালে ॥

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে
তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব' না ॥

কে জানে কোথা হতে কে এসেছে,
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে, দেব' না ॥
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব' কুসুম-বনে,
সখীরে নিয়ে যেতে দেব' না ॥

দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি ॥
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে,
হাসি-সুধা দানে বাঁচাও সখি ॥

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে ॥
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ্,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে ॥

আর কি আমি ছাড়ব তোরে
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,
জোর করে' রাখিব ধরে' ॥

শূন্য করে হৃদয়-পুরী,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে’ ॥

ওগো হৃদয়-বনের শিকারী,
মিছে তারে জালে ধরা, যে তোমারি ভিখারী ॥
সহস্রবার পায়ের কাছে,
আপনি যে জন মরে’ আছে,
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী ॥

ওগো দয়াময়ী চোর
এত দয়া মনে তোর ॥
বড় দয়া করে’ কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর।
বড় দয়া করে’ চুরি করি লও শূন্য হৃদয় মোর ॥

কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে, চলে’ আয় রে চলে’ আয়,
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—হৃদয়-কুসুম দলে’ যায় ॥
হেসে হেসে গেয়ে গান
দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে, চলে’ আয় রে চলে’ আয় ॥

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে' যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে' যায় ॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে' যায় ॥
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় ॥

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন করে' এ ফাঁদ্ ফেঁদেছে ॥
বসন্ত-রজনী শেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে ॥

ভালবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে, কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল ॥
দাঁড়ায়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল ॥

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে' থাকা আজ্‌কে কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে ॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে' থাকা আজ কি সাজে ॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু,
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে' থাকা আজ্‌ কি সাজে ॥

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে ॥
ভয় কোরো না সুখে থাক, বেশি ক্ষণ থাকব না ক,
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে ॥
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্‌ব বাণী,
না হয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ;

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্ন বলে' হতেছে বিশ্বাস ॥
তুমি গগনেরি তারা,
মর্ত্ত্যে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরি হাস ॥

পুরানো সে দিনের কথা ভুলব কি রে হায়।
'ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় ॥
আয় আরেকটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায় ॥
মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায় ॥
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয় ॥

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে,
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে ॥

বিকচ নীপ কুঞ্জে
নিবিড় তিমিরপুঞ্জে,
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে,
উন্মদ সমীরে ॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি,
ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে,
নিকুঞ্জ কুটীরে ॥

ওই জানালার কাছে বসে' আছে
করতলে রাখি মাথা।
তা'র কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে' যায়,
তা'র কানে কানে কি যে কহে' যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
সে যে ভাবিতেছে কত কথা ॥

চোখের উপর মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে' বকুলের ফুল
ঝরে' পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি॥

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও॥
হের গো প্রভাত হল সূয্যি ওঠে,
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তা'রে
কোলে নিয়ে আয়।
তা'র হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়॥

রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুণুঝুনু,
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে॥

থাক্‌তে আর ত পার্‌লি নে মা, পার্‌লি কৈ।
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে' ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়্‌লি কৈ॥

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত-শুভ্র-দেহ
নাচিছ দিক্‌বসনে॥
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া যায়,
জটাজূট ছায় গগনে॥

কাছে তা'র যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে উঠে না॥
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না ;
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না,
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে' গিয়ে কথা যেন ফুটে না॥

জাতীয় সঙ্গীত

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কি বা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই ॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে' পাঁজিপুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

দেখ যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দস্বরে, কে রয়েছে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে তা'রা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

পিছায়ে যে আছে তা'রে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে করে'
কেহ নাহি আসে, একা চলে' যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে'।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে' যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

চির দিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ-পাশে,

যারা চলে’ যায় কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া,
বল, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা-মগনে॥
দেখ, তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে ঊষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে॥
হের, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে, মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।

ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ
পলে পলে মরি, সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥
আপনারে শুধু বড় বলে' জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান ॥
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভা'য়ে ভা'য়ে করি রণ
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে, তা'র বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি, রাখিবার নাই স্থান।
কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে' বহে' নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা, যেয়ো না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধরে' মান ভিক্ষা করা, সকল ভিক্ষার ছার।

দাও দাও বলে' পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান ॥

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে ॥
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভাণে ॥
তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে ॥
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন-বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে' যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে॥

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে' ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক্ সুখে হাসিবে॥

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে॥

আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয় রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে',
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে' ওই ডেকেছে কে,
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধরে' রাখে ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,

ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা ।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা ।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা ।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশাভরে,
চাহিছে মুখপরে;
সে যে আমার জননী রে॥

কাহার সুধাময়ী বাণী,
মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায়,
ভুলিতে সবে চায়,
সে যে আমার জননী রে॥

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে॥

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন!
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর;
সে যে আমার জননী রে॥

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি,
ধর গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি ল'য়ে দুই পাণি
বাহি আন ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥
আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ ছুটিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা,

পর মাল্য কপালে
নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে ॥

অয়ি ভুবনমনমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী ॥
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান॥
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে॥
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয় ॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমার উত্তরীয় ॥
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব ॥

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,

তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা ॥
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখ তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে ॥
বক্ষে বাঁধি দাও তা'র,
বর্ম্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়,
নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা ;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লব শিক্ষা ॥
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা !

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা ॥
না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র ॥

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পেয়েছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা ॥

সে সকল সাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা॥

সার্থক জনম আমার,
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে॥
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,

কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে॥

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥
বল্‌ব, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ॥"
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
মোদের হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে,
এনে দেব' সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার সন্তানেরি দান ভারে ভারে॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কি শোভা কি ছায়া গো
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত, (মরি হায় হায় রে)-
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচাল পাতা ॥

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,

তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে ।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা ।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে, ভাই ।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে, ভাই ॥

একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ-দিক্ বারেক ও-দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে, ভাই ॥
মেলে কি না মেলে রতন,
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে, ভাই ॥
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে, ভাই ॥

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু বেলা মরার আগে
মরব না, ভাই, মর্‌ব না ॥
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না ॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,

সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের'পরে পড়্‌ব না ॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ্‌ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরব না ॥

নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌,
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে' থাকিস্‌
সে পণ তোমার র'বেই র'বে
ওরে মন হবেই হবে ॥
পাষাণ সমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন,
তা'রাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে ॥
সময় হোলো, সময় হোলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্‌
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে ॥

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে ;
এক-সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে
ওরে মন হবেই হবে ॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে' ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্‌ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই, কর্‌লি নে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন করে',—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল একলা চল,
একলা চল রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে ॥
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—

তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে ॥
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে ॥

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী ?
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কি মুরতি আজি দেখিরে !

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝরে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে',
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল,
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
আজি দুখের রাতে, সুখের স্রোতে,
ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে,
হৃদয়-হরণী।

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা।
আমি তোমার চরণ কর্‌ব শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌ব না, মা ॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়্‌ব না, মা
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা ॥
মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে,
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—
ভুল্‌তে সে যে পার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা ॥
ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—

ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে,
কারো কাছে হার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা

যে তোরে পাগল বলে,
তা'রে তুই বলিস্‌নে কিছু।
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছুপিছু
আজ্‌কে আপন মানের ভরে
থাক্ সে বসে' গদির পরে,
কাল্‌কে প্রেমে আস্‌বে নেমে,
কর্‌বে সে তা'র মাথা নীচু

ওরে তোরা
নেই বা কথা বল্লি !
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে,
নেই জাগালি পল্লী ॥
মরিস্ মিথ্যে বকে-ঝকে,
দেখে কেবল হাসে লোকে,

না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন,
মনে মনেই জ্বল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥
অন্তরে তোর আছে কি যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয়, বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপেচাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥
কাজ থাকে ত কর্‌গে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কি বলেছে,
নেই বা তা'তে টল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে,

যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো,
সবায় কর্‌বি কাণা ॥
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্ ভারী বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পারবিনে রে
বিষম পথের টানা ॥
যদি তোর আপন হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল, তর্ক করে' সকল কথা
কর্‌বি নানা খানা ॥

আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে ॥
করিস্‌নে লাজ, করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করেনে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি তুই যারে
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস্‌নে আর কোনো-মতে,

থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে'
বাহির হয়ে যা'রে ॥

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ?
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ।
তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ?
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে'
আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা অছে, তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছ ॥
তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোট,

জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে’ ফেলেছ ॥

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তা’রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে ॥
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে’, ফির্‌ব ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেব’ মেলে ॥
নেব গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
 তা বলে’ ভাবনা করা চল্‌বে না।
তোর আশালতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
 হয় ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে’ ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

 আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
 তাই বলেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
 হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে’ ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

 শুনে তোমার মুখের বাণী
 আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে
 পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে’ ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

 বদ্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে’
 অমনি কি তুই আস্‌বি চলে’,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
 হয় ত দুয়ার টলবে না—
তা বলে’ ভাবনা করা চলবে না ॥

ছি ছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্ না ওরে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নেরে ভাই, পথেই ঢেলে,
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তা'রে চলবি পারে
কতই বাধা কাটি—
পথের কতই বাধা কাটি ॥

দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা,
তা'রা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্‌
যায় না কি বুক ফাটি—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি ॥

দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে
সবাই যখন চলছে কাজে,
আপন গরবে—

তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি-
কেবল করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি

———

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই

যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণপণে,
শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥

একই পথ আছে ওরে,
চল সেই রাস্তা ধরে',
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥

থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥

———

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ বাঙালার মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

বিবিধ সঙ্গীতের

সূচীপত্র।